b) অর্ধতৎসম: যে সব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক/ সংস্কৃত) থেকে প্রাকৃত স্তরের মাধ্যমে না এসে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং আসার পরে আংশিক বিকৃত হয়েছে তাদের বলে অর্ধতৎসম শব্দ। একে ভগ্নতৎসম শব্দও বলা হয়। যেমন- রাত্রি > রাত্তির, কৃষ্ণ > কেষ্ট নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন ইত্যাদি।

c) তদ্ভব: যে সব শব্দ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত স্তরের মধ্যে দিয়ে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে এসেছে তাদের বলে তদ্ভব শব্দ। যেমন:

একাদশ > এগ্গারহ > এগার

ধর্ম > ধম্ম > ধাম

এই তদ্ভব শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: নিজস্ব তদ্ভব ও কৃতঋণ তদ্ভব।

নিজস্ব তদ্ভব: যে তদ্ভব শব্দ যথার্থই বৈদিক বা সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দের পরিবর্তনের ফলে এসেছে।

যেমন: ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইন্দারা।

কৃতঋণ বা বিদেশী তদ্ভব: যে তদ্ভব ইন্দো-ইউরোপীয় বংশ বা অন্যবংশ থেকে প্রথমে বৈদিক বা সংস্কৃতে এসেছে পরে প্রাকৃত স্তরের মধ্যে দিয়ে বাংলায় এসেছে তাদের বলে কৃতঋণ তদ্ভব। যেমন:

দ্রাখ্মে (গ্রীক) > দ্রম্য (সং) > দম্ম (প্রা) > দাম

পিল্লৈ (তামিল) > পিল্লিক (সং) > পিল্লিঅ (প্রা) > পিলে

B) আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ: যে সব শব্দ সংস্কৃত থেকে নয় কিংবা অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত হয়ে নয়, সোজাসুজি অন্যভাষা থেকে বাংলায় এসেছে তাদের বলে আগন্তুক শব্দ।

Y

আগন্তুক শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত – 1> দেশী 2> বিদেশী।

দেশী: যে সব শব্দ এদেশের অন্যভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে তাদের বলে দেশী শব্দ। ইহা আবার দুভাগে বিভক্ত:

a) অনার্য দেশী (অস্ট্রিক-দ্রাবিড় থেকে) –
ঝাঁটা, ডাটা, ঝিঙা, ডিঙি,

b) আর্য দেশী:
দোস্ত, মস্তান, ঘেরাও, উস্তাদ, লাগাতার, সেলাম } হিন্দী থেকে
হরতাল (গুজরাতি থেকে)

বিদেশী: বহির্ভারতীয় বিভিন্ন দেশ (ব্যতিক্রম বাংলাদেশ) থেকে যে সব শব্দ বাংলা শব্দভান্ডারে এসেছে তাদের বলে বিদেশী শব্দ। যেমন:

1) আরবী- আইন, আক্কেল, মক্কেল, জব্দ।
2) ফারসী- আমীর, উজীর, ওমরাহ, সরকার।
3) ফরাসী- রেস্তরাঁ, বুর্জোয়া, প্রোলেতারিয়েৎ, কার্তুজ, কুপন।
4) জার্মান - জার, নাৎসী,
5) ইতালী- কোম্পানী, গেজেট,
6) পর্তুগীজ- আনারস, আলমারি, আলকাতরা, আলপিন।
7) ওলন্দাজ- রুইতন, হরতন, ইস্কাবন।
8) ইংরাজী- চেয়ার, টেবিল, পেন
9) চীনা- চা, চিনি, লুচি, লিচু, লিজ।
10) রুশীয়- সোভিয়েত, বলশেভিক।
11) বর্মী - ঘুগনি, লুঙ্গি।

c> নবগঠিত শব্দ: 1) অবিমিশ্র = অতিরেক, অনিকেত।
2) মিশ্র = হেড(ইং)+ পন্ডিত(বাং)= হেডপন্ডিত।

ভাষার প্রকাশক্ষমতার মূল আধার হল শব্দসম্পদ। এই শব্দসম্পদ তিনভাবে সমৃদ্ধ হয়- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দের সাহায্যে, আগন্তুক শব্দের সাহায্যে এবং নতুন সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে। বাংলা শব্দভান্ডারকে আমরা উৎসগত বিচারে প্রথমত তিনটি শ্রেণী ভাগ করতে পারি-

১) মৌলিক বা নিজস্ব

২) আগন্তুক বা কৃতঋণ

৩) নবগঠিত।

A) মৌলিক শব্দ: যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলায় এসেছে তাদের বলে মৌলিক শব্দ।

আবার বলা হয় যেসব শব্দকে ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ অংশে ভাগ করা যায় না তারা মৌলিক শব্দ। সুতরাং গোলযোগ এড়াতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে আগত শব্দগুলিকে বলতে পারি উত্তরাধিকার লব্ধ নিজস্ব শব্দ। ইহা 3 ভাগে বিভক্ত:

a) তৎসম: যে সব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক/সংস্কৃত) থেকে সরাসরি বাংলা শব্দ ভান্ডারে এসেছে তাদের বলে তৎসম শব্দ। যেমন: জল, বায়ু, জীবন, মৃত্যু, নারী, পুরুষ, মিত্র, সূর্য ইত্যাদি। এই তৎসম শব্দগুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন-

ক) অসিদ্ধ তৎসম: যে সব তৎসম শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ সিদ্ধ নয় (মৌখিক সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল) ড: সুকুমার সেন তাদের অসিদ্ধ তৎসম বলে। যেমন- ঘর, চল, কৃষাণ।

খ) সিদ্ধ তৎসম: যে সব তৎসম শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ-সিদ্ধ তাদের বলে সিদ্ধ তৎসম। যেমন- কৃষ্ণ, সূর্য, নর, মিত্র।

1

Teacher: Dr. Biswajit Podder.
BNGH : 1st Sem (CC-T-2)

বাংলা শব্দভাণ্ডার (Vocabulary)

বাংলা শব্দভাণ্ডার

- মৌলিক/নিজস্ব
  - তৎসম
    - সিদ্ধ তৎসম
    - অসিদ্ধ তৎসম
  - অর্ধতৎসম
  - তদ্ভব
    - নিজস্ব তদ্ভব
    - কৃতঋণ/বিদেশী তদ্ভব (অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ইত্যাদি)
- আগন্তুক/কৃতঋণ
  - দেশী
    - অনার্য (অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ইত্যাদি)
    - আর্য (হিন্দী, মারাঠী ইত্যাদি)
  - বিদেশী
    ইংরাজী
    জার্মান,
    ফরাসী
    ইতালীয়
    পোর্তুগীজ
    ওলন্দাজ
    আরবী
    ফারসী
    ইত্যাদি
- নবগঠিত
  - অবিমিশ্র
  - মিশ্র